দৈনিক বাংলা

তারিখ 06.SEP 1996
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

সরকারী কলেজে শূন্য পদ

সরকারী কলেজে শিক্ষকের অভাবের খবর অনেকের কাছেই স্বাভাবিক মনে হয় না। সরকারী কলেজে বেতনের অসুবিধা নেই। শিক্ষকদের জন্য স্থায়ী সুবিধা আছে। ভবিষ্যতে অবসর গ্রহণের সুযোগ আছে অর্থাৎ এ চাকরিতে অনিশ্চয়তা নেই। এছাড়া মাঝে মাঝে সংবাদপত্রে কর্মকমিশনের খবর প্রকাশিত হয়। বলা হয়, নতুন শিক্ষক নিয়োগের কথা। এর পরেও পত্রিকায় শিক্ষক নেই বলে খবর প্রকাশিত হচ্ছে। একটি খবরে বলা হয়েছে, পটুয়াখালী সরকারী মহিলা কলেজে ৪৩ শিক্ষকের মধ্যে ২৩ পদই শূন্য। বলাবাহুল্য, এতগুলি পদ দীর্ঘকাল ধরে এবং অনেক আগে থেকেই শূন্য হয়েছে। কিন্তু কেন এমন হয়।

এ প্রশ্নের সাধারণ কোন জবাব নেই। এর জবাব খুঁজতে হলে ভিন্ন কাহিনীর অবতারণা করতে হয়। সে কাহিনী হচ্ছে মুখ্যত শিক্ষকদের চাকরির স্থান নির্বাচন নিয়ে পছন্দ ও অপছন্দের কাহিনী। হিসাব নিলে দেখা যাবে, রাজধানী ঢাকার অধিকাংশ সরকারী কলেজে বছরের পর বছর একই শিক্ষক নিযুক্ত আছেন। তাদের প্রতাপ বেশী, প্রভাবও বেশী। দীর্ঘদিন ঢাকায় থাকার ফলে এরা শিক্ষকতার বাইরে ভিন্ন বিষয়ের সঙ্গেও জড়িয়ে গেছেন। এদের ইচ্ছে করলে বদলি করা যায় না। বড় জোর নারায়ণগঞ্জ বা মানিকগঞ্জে এরা বদলি হতে সম্মত হতে পারেন। এর পরে আছে স্ত্রীর সরকারী চাকরির সুবাদে স্বামীর এবং স্বামীর সরকারী চাকরির সুবাদে স্ত্রীর একই যায়গা থাকার সুবিধা। সুতরাং, পটুয়াখালির শূন্য স্থানে এদের বদলি করলে সে পদ শূন্যই থাকবে। অথচ হয়ত দীর্ঘদিনের শিক্ষকতার ফলের অভিজ্ঞ বলেই তাকে পটুয়াখালী কলেজে পাঠান হয়েছিল।

এছাড়া আছে যাতায়াত ও আবহাওয়ার অজুহাত। আমাদের ৫৪ হাজার বর্গমাইলের দেশটা ছোট হলেও এ দেশটাকেই অনেকের অনেক বড় মনে হয়। তাই দিনাজপুরের কোন শিক্ষক পটুয়াখালী যেতে চায় না, গোপালগঞ্জের শিক্ষক যেতে চায় না চট্টগ্রামে। রাঙ্গামাটি বা খাগড়াছড়ি বদলি করা হলে সকলেই চমকে ওঠেন। মনে হয়, এ দুটি জেলা সাত সমুদ্র তের নদীর ওপারে। বাংলাদেশের মানচিত্রে যেন এই দুটি জেলার চিহ্ন মাত্র নেই।

এতে মূল সংকট হচ্ছে দেন দরবার। আমাদের দেশে তদ্বির করলে নাকি সোনার হরিণ পাওয়া যায় এবং এই তদবিরের ফলেই বদলির আদেশ অনেক ক্ষেত্রেই কার্যকর হয় না। এই দেনদরবার বন্ধ করতে না পারলে পটুয়াখালীর সরকারী কলেজের শূন্য পদ পূরণ হবে না। একই ব্যাপার ঘটবে অন্যত্রও।

তাই কলেজের শূন্য পদের সমস্যা কোন বিচ্ছিন্ন সমস্যা নয়। প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি কলেজেই ভিন্ন ভিন্ন সমস্যা আছে এবং সকল সমস্যার সমন্বয় সাধন করেই এ সমস্যার সমাধান সম্ভব। আমরা আশা করবো, বর্তমান সরকার এসব সমস্যা সমাধানের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেবেন।